দৈনিক বাংলা

২৩।৬।৮০

234

প্রশ্নপত্র

ফাঁসকারীদের শাস্তি চাই

আমরা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে লক্ষ্য করছি যে গত কয়েক বৎসর থেকেই এসএসসি, এইচএসসি ও ডিগ্রী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হচ্ছে। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে তেমন একটা গুরুত্ব দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। গত বৎসর অর্থাৎ ১৯৭৯ সালের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের কাহিনী সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা স্থগিত রাখেন। প্রথমে বোর্ডের কর্তাব্যক্তিরা নির্জলা মিথ্যা ভিত্তিহীন, গুজব প্রভৃতি বিশেষণ যুক্ত করে প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনার প্রতিবাদ করেন। পরবর্তী ঘটনা আমরা সকলেই অবগত আছি।

এই বৎসর এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের ফাঁসের ঘটনাতেও কর্তৃপক্ষ কম যাননি। পূর্বের মত এক মিথ্যা ভিত্তিহীন ও গুজব বলে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। কিন্তু যখন কতিপয় অভিভাবক পদার্থ বিদ্যার দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্ন ৩ ঘন্টা আগে বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করেন তখন কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়ে। কলেজ শিক্ষক সমিতি (সরকারী ও বেসরকারী) যখন পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন না করার হুমকি দেন তখনো বোর্ড কর্তৃপক্ষের বোধোদয় হয়নি। সত্যি কি বিচিত্র এই দেশ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতি বছর প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই যে কেলেংকারী ঘটছে এর মূল নায়ক বা হোতা কারা?

আমরা মনে করি, প্রশ্নপত্র ফাঁসের ব্যাপারে বোর্ড কর্তৃপক্ষই দায়ী, কেননা, পূর্বাহ্নে তারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নিশ্চয় এ ধরনের কেলেংকারীর পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে না। গত বছরের ঘটনা থেকে যদি তারা শিক্ষা গ্রহণ করতেন তাহলে এ বছর অনুরূপ সম্ভবত আর ঘটত না।

প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, মুদ্রণ ইত্যাদি আনুষঙ্গিক কার্যাবলী যারা সম্পাদন করেন তাদের সততা ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কেও জনমনে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ধারণা করা অমূলক হবে না যে এই সব ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ (?) অর্থের বিনিময়ে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য দায়ী। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বিষয়টি বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে প্রশ্নপত্র ফাঁসের জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষই দায়ী।

পরিশেষে সরকারের কাছে আমরা আবেদন রাখছি, যারা প্রশ্নপত্র ফাঁসের এই ন্যক্কারজনক কাজে জড়িত এবং যাদের অপকর্মের জন্য দেশের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও তাদের অভিভাবকদের হতে হচ্ছে চরম মানসিক ও আর্থিক দুর্গতির শিকার, তাদের খুঁজে বের করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি যেন দেয়া হয়।

জয়নাল আবেদীন তালুকদার
সভাপতি
শিয়ালদী জাগ্রত যুবসংঘ,
শিয়ালদী ঢাকা।